# সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনাবেতনে পড়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিশুরা লেখাপড়া করছে না

## রওনক আবিদ

একদিকে যেমন সংসারের অভাব-অনটন অন্যদিকে বাড়িভাড়া, বাচ্চার স্কুলের বেতন সব মিলিয়ে অতিকষ্টে দিন যায় রাজধানী ঢাকার নয়াটোলার রুবি আক্তারের (২৮)। তার নুন আনতে পানতা ফুরায় তবুও স্বপ্ন দেখে সুন্দর একটি ভবিষ্যতের। তাই ছেলে ইয়াসিনকে (৮) দিয়েছেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ইয়াসিন এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। বাবা একটি সিএনজি কারখানায় গাড়ির মেকানিক। তাদের অল্প আয়েও তারা তাদের সন্তানকে দিয়েছেন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সরকারি স্কুলে দেয়নি। তাদের ধারণা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কোন লেখাপড়া হয় না।

এই প্রসঙ্গে ইয়াসিনের মা রুবি আক্তার বললেন, বাচ্চারা যেন ভালভাবে লেখাপড়া শিখতে পারে এই জন্য বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দিয়েছি। তিনি জানান, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার ভাল পরিবেশ নেই। শিক্ষক বাচ্চাদের লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী নয়। কখন বাচ্চা স্কুলে আসে, কখন স্কুলের বাইরে চলে যায়, সেটা তারা লক্ষ্যও রাখেন না। তারা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি যথেষ্ট আন্তরিকও নন। স্কুলের পরিবেশ মোটেও ভাল না।

এ মন্তব্য করে তিনি আরও বললেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের যোগ্যতা বেসরকারি স্কুলের যোগ্যতার তুলনায় কম।

রুবি আক্তারের কথার সঙ্গে অনেকে এ মত পোষণ করেছেন। ইয়াসিনের স্কুলের আরেক ছাত্রের অভিভাবক, পেশায় মাছ ব্যবসায়ী। তিনি বললেন, 'ছেলেকে সুশিক্ষিত করতে হলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ানো যাবে না। সেখানে লেখাপড়ার মান ভাল না। মানসম্মত লেখাপড়া হয় না। এখন প্রতিযোগিতার যুগ। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতা নেই বললেই চলে। বাচ্চারা স্কুলে যায় আর আসে। শিক্ষক তাদের লেখাপড়ার প্রতি উদাসীন। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকেরা লেখাপড়া জানেন না। তারা এ ব্যাপারে সচেতন না। যার ফলে শিক্ষকের কোন দায়বদ্ধতা থাকে না।'

তিনি আরও বললেন, বেসরকারি স্কুলগুলো তাদের সুনাম ধরে রাখতে শিক্ষক তাদের প্রতি বেশি মনোযোগী। তার মতে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাচ্চাদের তুলনায় বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অনেক বেশি জানে। বিশেষ করে ইংরেজিতে অনেক বেশি দক্ষতা অর্জন করে।

রাজধানীর কয়েকটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘুরে দেখা গেছে বেশিরভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশই নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর। শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত টয়লেট নেই, আবার থাকলেও তা সবসময় নোংরা থাকে। শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার ব্যবস্থা নেই, এমনকি স্কুলের পরিবেশও যাচ্ছেতাই।

নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে, ঢাকা শহরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৪০টি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ১ হাজার ৫০০টি। বাংলাদেশ কিন্ডার গার্টেন এসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতা করে ১ লাখ ৬৯ হাজার ৬৩৩ জন ছাত্রছাত্রী। এরমধ্যে শতকরা ১০ ভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং শতকরা ৯০ ভাগ ছাত্রছাত্রী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য অংশ নিয়ে থাকে।

ঢাকা শহরের নয়াটোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা রেহেনা বেগম এ বিষয়ে নিম্নমত পোষণ করেন। তিনি বললেন, 'বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বাচ্চাদের পড়ানোর একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনেক ভাল লেখাপড়া হয়।'

জানতে চাওয়া হলো তারপরও কেন নিম্নমধ্যবিত্ত সন্তানরা ভর্তি হচ্ছে না? এ প্রশ্নের জবাবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষকের মতামত হলো, 'এই অবস্থার জন্য সরকার নিজেই অনেকটা দায়ী। সরকার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর প্রতি যতটা মনোযোগী ততটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি নয়। এই প্রসঙ্গে রেহানা বেগম জানান, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার জন্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেয় তা বিদ্যালয় সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য যথেষ্ট নয়। স্কুলে দারোয়ান বা পিয়ন নেই। পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষকের অভাব। আবার সরকারের নতুন নিয়ম অনুযায়ী ৫ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে স্কুলঘর পরিষ্কার করা, টয়লেট পরিষ্কার করার নিয়ম জারি করা হয়েছে।'

রেহানা বেগম বললেন, 'শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে স্কুল পরিষ্কার কাজে ব্যস্ত থাকবেন নাকি ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া করাবেন। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এসব কিছুই নেই। বেসরকারি স্কুলগুলো যথেষ্ট চাকচিক্যময়।'

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জনগণের সম্পদ। এখানে সবার সমান অধিকার আছে। জনগণের টাকায় এবং জনগণকে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে এসব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও সবাই সেখানে যাচ্ছে না। সরকার বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ দিলেও সবাই বেশি টাকা খরচ করে তাদের ছেলেমেয়েদের বেসরকারি বিদ্যালয়ে পড়াচ্ছে। ফলে সরকার এবং জনগণ উভয়ের প্রচুর অর্থ অপচয় হচ্ছে।

রাজধানীর কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয় ঘুরে দেখা গেছে, যারা টাকার দিকে না তাকিয়ে সন্তানকে শিক্ষিত করতে চায়, তারাই বেসরকারি বিদ্যালয় প্রতি আগ্রহী। এদিকে নাম করা বিদ্যালয়গুলো ছাত্রছাত্রীদের জায়গা দিতে না পেরে দুই শিফটে ক্লাস নিচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ছাত্রছাত্রী পাচ্ছে না। ঠিক উল্টোটা ঘটছে গ্রামাঞ্চলে। সেখানে অভিভাবকরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মুখী।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যবইগুলোই কেবল পড়ান হয়। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বই আলাদা। শিক্ষিকা রেহানা বেগম মনে করেন, যদি ওয়ার্ড বুক, বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজি গ্রামার বই, গল্পের বই সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী অন্য যেকোন নাম করা বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে এবং সব শ্রেণীর বাচ্চারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মুখী হবে।

সরকারি-বেসরকারি সব পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থা হওয়া উচিত একই পাঠ্যসূচিভুক্ত এবং মানসম্মত পাঠ্যক্রম ও পাঠদান পদ্ধতির মধ্যে থাকা দরকার সমন্বয়, সেই সঙ্গে সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি করছেন শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকরা।

ঢাকা শহরের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেহাল ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষা অধিদপ্তরের একাধিক কর্মকর্তার প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তারা কেউ এই বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা গবেষণা অনুষদের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আলমগীর হোসেন বললেন, বর্তমান সময়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুরা ভর্তি না হয়ে বেসরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার অন্যতম কারণ শিক্ষার মান ও পরিবেশ। যুগপোযোগী শিক্ষা পদ্ধতি ও সুন্দর পরিবেশ শিশুর সুন্দর মানসিকতা গঠনে সবচেয়ে বড় সহায়ক। যা বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো দিতে পারলেও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো একেবারেই দিতে পারছে না। সেই সঙ্গে শিক্ষকের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

তিনি আরও বললেন, স্কুলগুলোতে শিক্ষকের ক্লাস নেয়ার পদ্ধতি যথাযথ নয় এবং তারা ক্লাস নেয়ার ব্যাপারে মনোযোগী নয়। শিক্ষকদের পর্যাপ্ত ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা নেই, এমনকি তাদের যথেষ্ট আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। তারা ক্লাস নেয় অনেকটা দায়সারাভাবে। পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীকে সময় দিতে পারে না। এদিকে বেসরকারি স্কুলগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষক থাকায় তারা প্রত্যেকটা বাচ্চাকে বেশি সময় দিতে পারে। যার ফলে অভিভাবকরা বেসরকারি স্কুলগুলোকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

তিনি আরও বললেন, 'কাজের বুয়া, রিকশাওয়ালার সন্তান পড়লে পরিবেশ নষ্ট হয়, এটা ঠিক নয়। পরিবেশ সুন্দর রাখা স্কুল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।'

তার মতে, শিক্ষার্থীর ওপর অনেকগুলো বই চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বই শিশুর জন্য যথেষ্ট। শুধু শিক্ষক দায়িত্বের সঙ্গে পড়িয়ে দিলে শিক্ষার্থীর মেধার বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

শিক্ষার ভীত শক্ত হয় প্রাথমিক স্তর থেকে। আর প্রাথমিক শিক্ষার ভীত যদি হয় দুর্বল তাহলে উচ্চশিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জনে যে কেউ ব্যর্থ হবেন।

ঢাকা মাহনগরীর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সুশিক্ষা আন্দোলনের কর্মী মো. সিদ্দিকুর রহমান বললেন, 'একজন প্রাথমিক শিক্ষকের সবচেয়ে বড় যোগ্যতা শিক্ষার্থীর কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা। গ্রহণযোগ্য শিক্ষকের শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বেশি থাকে। তবে বর্তমান অবস্থার জন্য সরকারকেই দায়ভার নিতে হবে। সরকার এক্ষেত্রে যথাযথ গুরুত্ব দেয়নি। আজও দিচ্ছে না। তার মতে, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সবাই যদি সক্রিয়ভাবে যার যার দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে এর প্রভাব শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ওপর পড়বে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার পাশাপাশি শিক্ষকসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তার আন্তরিকতার প্রয়োজন। শিক্ষককে অবশ্যই শিক্ষার্থীর কাছে নিজেকে সঠিকভাবে উপস্থাপনের উপায় জানাতে হবে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী হলেও তাদের মধ্যে যাচাইয়ের ক্ষমতা যথার্থ-এ কথা শিক্ষকদের সবসময় উপলব্ধি করতে হবে।'

মো. সিদ্দিকুর রহমান আরও বললেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান ও সর্বসাধারণের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা ফিরিয়ে আনতে সবাইকে একযোগে আসতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রয়োজনে উন্নত সব দেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগান যেতে পারে। তাহলে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে বর্তমানের সমস্যাগুলোর সমাধান হবে।

*-নিউজ নেটওয়ার্ক*

05 SEP 2007